সংবাদ

তারিখ: 21 MAR 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

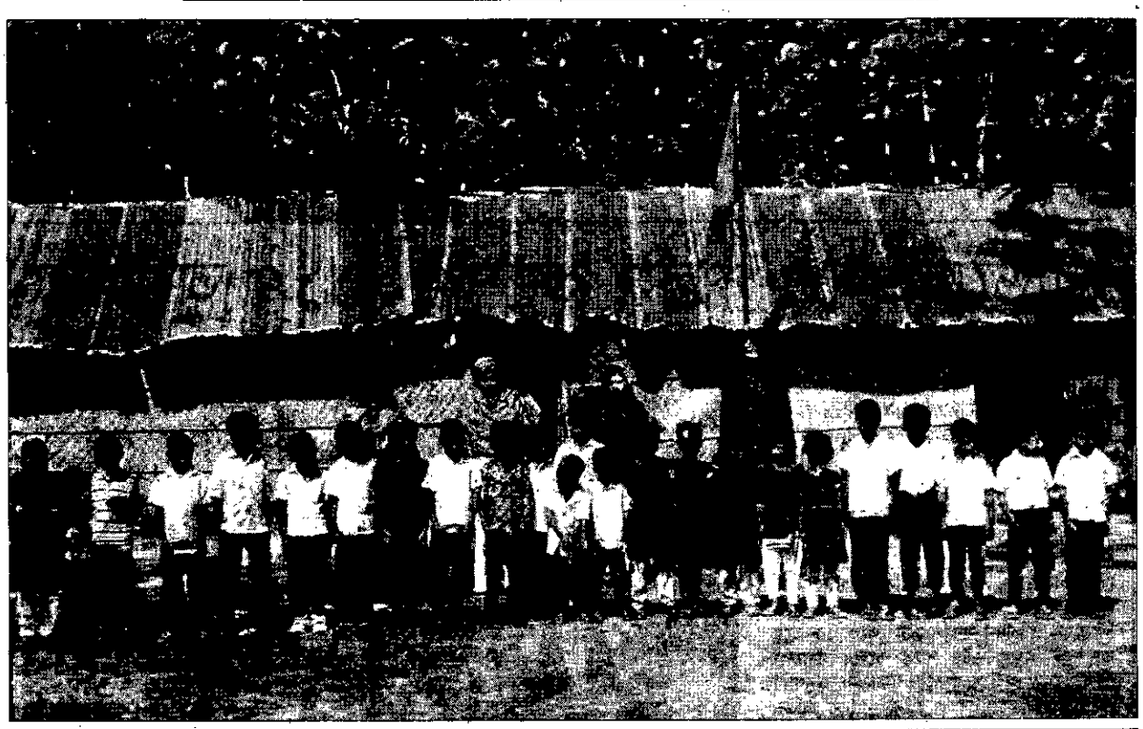

বদলগাছীর নালুকাবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

জরাজীর্ণ স্কুলঘরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মেঝেতে পাঠদান!

সানজ্জাদ রয়েল সাগর, বদলগাছী (নওগাঁ)

নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নে অবস্থিত নালুকাবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি জরাজীর্ণ টিন ও বাঁশের খলপার বেড়া দিয়ে তৈরি । আর ঐ ঘরের মেঝেতে বসে কমলমতি শিশু ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান দেয়া হচ্ছে।

জানাযায়, উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নে নালুকাবাড়ী গ্রামের কতিপয় শিক্ষা অনুরাগীদের প্রচেষ্টায় ২০০৪ সালে বাঁশের খুঁটি, টিনের বেড়া ও ছাউনি দিয়ে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর ঐ ঘরের ভেতরে বাঁশের খলপার বেড়া দিয়ে ৪টি শ্রেণী কক্ষ তৈরি করা হয়। ২০১১ সালে শিক্ষা অধিদপ্তরের ২৭তম সভায় বিদ্যালয়টিতে পাঠদানের অনুমতি দেওয়া হয়। ১লা জুলাই ২০১৩ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয় করণ করা হয়। বর্তমানে এই বিদ্যালয়টিতে ৫ জন শিক্ষক ও ১২২ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। সরেজমিনে দেখা যায়, ঐ বিদ্যালয়ে নেই কোন পাকা ভবন, ব্রেঞ্চ, চেয়ার-টেবিলসহ অন্যান্য আসবাবপত্র ঘরের মেঝেতে বসে ছাত্রছাত্রীদের লেখা পড়া করানো হচ্ছে। অপরদিকে জরাজীর্ন টিনের ছাউনি জনিত কারণে অল্প বৃষ্টিতেই বিদ্যালয়ের ঘরে পানি জমে। ফলে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার পরিবেশ না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের লেখা পড়া ব্যহত হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক মো. রশিদুল ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি করণ হওয়ার পর থেকে বেঞ্চ ও পাকা ভবন নির্মাণ করার জন্য স্থানীয় এমপি সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বারবার আবেদন করার পরও এখনও স্কুলে কোন বেঞ্চ বা ভবন নির্মানের কোন সরকারি সিদ্ধান্ত ও বরাদ্ধ করা হয়নি। তিনি আরও বলেন এই বিদ্যালয়ে নানা রকম সমস্যা থাকার মধ্যদিয়েও গত ২০১৫ সালে ১ জন ছাত্র ট্যানেলপুলে বৃত্তি পেয়েছে। এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিও আশাব্যঞ্জক।

> তিন গ্রামের একমাত্র স্কুলে নেই চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ। বৃষ্টি হলেই শ্রেণীকক্ষে জলাবদ্ধতা

ভবন নির্মাণসহ সমস্যাগুলো দূরিভূত করার মধ্যদিয়ে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখাতে পারলে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ঐ বিদ্যালয়ের দাতা সদস্য মো. তোয়াব আলী জানান, কাদিমপুর, নালুকাবাড়ী ও মথুরাপুর এই তিন গ্রামের মাঝখানে বিদ্যালয়টি হওয়ায় অত্র এলাকার শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা লাভের একমাত্র ভরসা। আর এ জন্যই দ্রুত এই বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন সম্যসা গুলি সমাধানের জন্য তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করেছেন। এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ছানাউল হাবীব এর সঙ্গে কথা বললে তিনি বলেন, উপজেলা শিক্ষা কমিটির বৈঠকে উক্ত বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণও করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার হুসাইন শওকত বলেন, বিদ্যালয়ে যে কোন বেঞ্চ ও চেয়ার-টেবিল নেই তা আমাকে কেউ অবহিত করেননি। তবে আমি খোঁজ নিয়ে কিছু সমাধানের চেষ্টা করব বলে জানান।